পদ্মার এপারের বিদ্যুৎ

ওজোপাডিকো বার্তা

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ-এর মুখপত্র

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

প্রথম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা ও স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা | জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি স্পেনের "Order of Civil Merit" সম্মাননা পদকে ভূষিত হলেন

রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ স্পেন ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং নবায়ন যোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অভূতপূর্ব অবদান রাখায় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপিকে স্পেনের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক "Order of Civil Merit" পদকে ভূষিত করেন।

স্পেনের রাষ্ট্রদূত আলভারো ডি সালাস বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপিকে 'Order of Civil Merit" সম্মাননা পদক হস্তান্তর করছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত স্পেনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত আলভারো ডি সালাস বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপিকে গত *বাকী অংশ ৩য় পাতায়*

যথাযথ মর্যাদায় ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৮ উদযাপিত

৪৮-তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস নানান আয়োজনে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকালে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, শেখপাড়া, খুলনা হতে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে গল্লামারী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। এছাড়াও গল্লামারী স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন ওজোপাডিকো অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী লীগ, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদ, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতিসহ অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। র‍্যালীপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। উক্ত র‍্যালীতে আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) ও প্রধান প্রকৌশলী হাসান আলী তালুকদার, কোম্পানী সচিব, উপ-মহাব্যবস্থাপক বৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ও নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ। এতে *বাকী অংশ ৫ম পাতায়*

ওজোপাডিকোর প্রধান কার্যালয়ের ১৫তলা ভবন উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের *বাকী অংশ ৩য় পাতায়*

ওজোপাডিকোর সকল সার্কেল ও সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রটেকশন দপ্তরে ল্যাপটপ সরবরাহ

গত ১৮ মার্চ ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের সম্মেলন কক্ষে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন সফটওয়্যার সম্বলিত মোট ০৮ (আট) টি ল্যাপটপ বিভিন্ন দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ । অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন ওজোপাডিকোর নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) জনাব মোঃ হাসান আলী তালুকদার। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান ও

ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে পওস সার্কেল ফরিদপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আমজাদ হোসেনকে ল্যাপটপ হস্তান্তর করছেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন।

বিশেষ অতিথির নিকট হতে যথাক্রমে ল্যাপটপ গ্রহণ করেন পরিচালন ও সংরক্ষণ(পওস) সার্কেল পটুয়াখালীর পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাবির উদ্দিন, পওস সার্কেল ফরিদপুরের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক *বাকী অংশ ৩য় পাতায়*

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাঃ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

**প্রকৌঃ মোঃ সাইফুজ্জামান*

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ধর্মীয় বিবেচনায় পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। যেখানে প্রায় হাজার মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থান। সেই পাকিস্তান আন্দোলনে সমগ্র পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণ ছিল। অথচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি আন্দোলনের মোহভঙ্গ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগণের ভাষা বাংলা হলেও উর্দূকে সমগ্র পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষনায় প্রথম ধাক্কাটা খায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। আন্দোলন হলো, বাংলার ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার মর্যাদা আদায় করলো। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবার পর আবার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পেল দ্বিজাতি তত্ত্ব। নবসৃষ্ট পাকিস্তান প্রশাসন নিজেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দ্বি-অর্থনীতির নীতি (two economic policy) শুরু করছে যার নেতৃত্বে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ভূমিরাজ/সামন্তবাদীরা।

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদ ডঃ রেহমান সোবহান, ডঃ নুরুল ইসলাম সহ অন্যেরা বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করলেন। দেখা গেল প্রশাসন, কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস, অর্জিত অর্থের ভোগ, বৈদেশিক মুদ্রা, সামরিক বাহিনীতে কর্মকর্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে দারুন এক বৈষম্য যা নিম্নে দেখানো হলো।

বিষয়	জাতীয় আয়ের ব্যয়	কেন্দ্রীয় সার্ভিস	পররাষ্ট্র	সামরিক
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৪%	৮৪%	৮৫%	৯৫%
পূর্ব পাকিস্তান	৩৬%	১৬%	১৫%	০৫%

বিষয়টি আস্তে আস্তে এত বেশী পরিস্কার হলো যখন দেখা গেলো পূর্ব পাকিস্তানের পাটসহ বিভিন্ন শস্যেও রপ্তানী আয় পশ্চিমে চালান হয় অথচ তার বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে বিনিয়োগ হয় যৎসামান্য। ইতোমধ্যে পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকারী দল মুসলিম লীগ ভেঙ্গে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নামে দল সৃষ্টি হয়েছে, জনাব ভাষানীর নেতৃত্বে ন্যাপ সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের যাতাকলে পৃষ্ট হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণ-যেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে।

এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের পূর্বেই ভাষাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক বৈষম্য শুরু হয়েছিল '৪৮ সালে। এরপরই শুরু হলো রাজনৈতিক বৈষম্য। সমগ্র পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিকবিদগণ-এ যেন অলিখিত এক নিয়ম- এর মাঝে ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ করেও বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বদানকারী দল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর বেসামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকলেও সামরিক বাহিনীর প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়ে গেছে-আজ অবধি পাকিস্তানে আছে। অবশেষে জনাব আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক সরকার দশ বছর দাপটের সাথে পূর্ব পাকিস্তান শোষণ করে। জনাব আইয়ুব খানের পতনের পর আসেন একইভাবে সামরিক তকমা গায়ে দিয়ে জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব। ইতিমধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য আওয়ামী লীগ ১৯৬৬ সালে ছয় দফায় তার নৈতিক দর্শনের পুনঃপ্রকাশ করে। জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের মোট ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মূলতঃ ছয়দফা ভিত্তিক নির্বাচনী মেনিফেষ্টোই আওয়ামী লীগকে এই বিজয় এনে দেয়। দীর্ঘ ২৩ বছর যাবৎ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণ নানাভাবে বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সুযোগ পেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা ভোটের মাধ্যমে তাদের মনোভাব জানিয়ে দেয়। এই যে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব-যা ভোটের মাধ্যমে প্রকাশ করে তা বুঝতে ব্যর্থ হয় পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রশাসন। সামরিক নেতৃত্বে রাইফেল/বুট দিয়েই এ অংশের জনগণকে শাসন করতে চেয়েছিল। সেই হিসেবেই দীর্ঘ দিন ধরে তারা শোষণ করে আসছিল বাঙ্গালীদের।

১৯৭০-র নির্বাচনের পরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আশা করেছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ নেতৃত্বে ও সরকার গঠন হবে, সংবিধান প্রনয়ণ হবে, শাসনতন্ত্র তৈরি হবে, সমতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন পাকিস্তান গড়ে উঠবে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদ জনাব ভুট্টো ও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান লারকানায় হাঁস/পাখি স্বীকারের উৎসবে পাকিস্তান বিভাজনের বীজমন্ত্রটা বপন করেন।

৩রা মার্চ, ১৯৭১-এ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১লা মার্চ,১৯৭১ স্থগিত ঘোষণার সাথে সাথে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ৭ই মার্চ, ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯৬৭ সালের ২ শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও ছাত্রসমাজ) ঘোষণা করলেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"- সেই ৭ই মার্চের ভাষণে সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের নেতৃত্বদানকারী দলের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেশ কিছু নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সে ভাষণে তিনি কোন হটকারী নির্দেশনা না দিলেও সমগ্র বক্তৃতা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে উদ্দীপ্ত করার তেজস্বী ভাষণ।

এরপর অবস্থা ক্রমেই পাকিস্তান প্রশাসনের হাতের মুঠি হতে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধুর আয়ত্তে চলে আসে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর অঙ্গুলী হেলনে। অবস্থা বেগতিক দেখে সামরিক শাসক পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর আকস্মিক সফর করেন। উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার মাধ্যমে অবস্থার নিয়ন্ত্রণ- আসলে উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অস্ত্রের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ। অবশেষে অনেক নাটকীয় বক্তৃতার পর ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে সন্ধায় জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব বিমানবন্দর ত্যাগ করলেন এবং নির্দেশ দিয়ে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অস্ত্রের মুখে নিয়ন্ত্রণ করতে।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ব্যবস্থার

বাকী অংশ ৪র্থ পাতায়

ওজোপাডিকোর সকল সার্কেল

১ম পাতার পর

প্রকৌশলী (ভাঃপ্রাঃ), জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন, পওস সার্কেল বরিশালের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ভাঃপ্রাঃ) জনাব মোঃ ইখতিয়ার উদ্দীন, পওস সার্কেল খুলনার পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ভাঃপ্রাঃ) জনাব মোঃ আবু হাসান, পওস সার্কেল যশোরের পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহিদুল আলম(ভাঃপ্রাঃ), পওস সার্কেল কুষ্টিয়ার পক্ষে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(ভাঃপ্রাঃ) জনাব মোঃ আরিফুর রহমান, এছাড়াও সিস্টেম কন্ট্রোল এন্ড প্রটেকশন দপ্তরের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব দেবাশীষ পাল ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব কল্যান কুমার দেবনাথ ল্যাপটপ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন- বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির অগ্রসরতার সাথে সাথে তাল মিলিয়ে ওজোপাডিকোর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। টেস্টিং সফটওয়্যার সম্বলিত ল্যাপটপগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেম মিটারসহ গ্রাহকের মিটারের যথাযথ বিলিং নিশ্চিতকরণ, সঠিক মিটার রিডিং গ্রহন, মিটারের ত্রুটি নিরাময়সহ বিভিন্ন ৩৩ কেভি লাইন ও ১১ কেভি ফিডারের কি পরিমান বৈদ্যুতিক বিভ্রাট হয়েছে তা নিরুপন করা যাবে ফলে কোম্পানির কেপিআই সূচক অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অপরপক্ষে গ্রাহক অনৈতিকভাবে এনার্জি মিটার টেম্পারিং করলে তাও নিরুপন করা সম্ভব হবে। সকলের উত্তোরত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে প্রধান অতিথি বক্তব্য শেষ করেন।

"ভিশনারি লিডার অব চেঞ্জ" পদক পেলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি গতানুগতিক ধারার বাইরে ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী সৃজনশীল কাজে অবদান রাখার জন্য ওয়ার্ল্ড এইচআরডি কংগ্রেস এর পক্ষ থেকে "ভিশনারি লিডার অব চেঞ্জ" পুরস্কারে ভূষিত হন। গত ১৫ ফেব্রুয়ারী ভারতের মুম্বাইয়ে ওয়ার্ল্ড

"ভিশনারি লিডার অব চেঞ্জ" পদকে ভুষিত হওয়ায় মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপিকে ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এইচআরডি কংগ্রেসের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য অজয় রোহিতাশ্ব আল কাজী প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিমন্ত্রীর হাতে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন।

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল

১ম পাতার পর

১৭ ফেব্রুয়ারী এই সম্মাননা পদক দেশের পক্ষে হস্তান্তর করেন। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ স্পেনের রাজা ও জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্পেনের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করার সুযোগের পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যকার কুটনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্ক উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে।

"ওজোপাডিকো বার্তা" সাময়িকির মোড়ক উন্মোচন

'পদ্মারের এপারের বিদ্যুৎ' স্লোগানকে সামনে নিয়ে যাত্রা শুরু করলো "ওজোপাডিকো বার্তা" নামক ওজোপাডিকোর ত্রৈমাসিক সাময়িকি । গত ৩রা ফেব্রুয়ারি'২০১৮ খ্রিঃ তারিখে ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালিদ মাহমুদ খুলনা ওজোপাডিকো লিঃ-এর উদ্যোগে ওজোপাডিকো বার্তার মোড়ক উন্মোচন করেন।

বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক(অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ, নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) ও প্রধান প্রকৌশলী জনাব হাসান আলী তালুকদার, কোম্পানী সচিব, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, বিভিন্ন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন "ওজোপাডিকো বার্তা" সাময়িকি মাধ্যমে পদ্মারের এপারের বিদ্যুৎ তথা সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের অংশিদারিত্ব করার পাশাপাশি ওজোপাডিকোর সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী ও তাদের সন্তান সন্ততির সংস্কৃতি চর্চার এক বিশেষ দ্বার উন্মোচিত হলো। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ ওজোপাডিকোর সদর দপ্তর প্রাঙ্গনে একটি কাঠাল গাছের চারা রোপণ করেন।

ওজোপাডিকোর প্রধান

১ম পাতার পর

৫৮তম কনভেনশন ও খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে আওয়ামীলীগ কর্তৃক আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। তিনি খুলনার ৯৯ টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরমধ্যে ৪৭ টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৫২ টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন সকল প্রকল্পগুলো যাতে পরিবেশ বান্ধব হয় সে বিষয়ে সকলে সচেতন থাকতে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ওজোপাডিকো সদর দপ্তরের জন্য একটি ১৫ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাঃ

২য় পাতার পর

পরই গ্রেফতার হন। শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লক্ষ জীবন, ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর আসে আমাদের স্বাধীনতা। সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে স্বাধীনতার ৪৭ বছর পার হয়েছে। '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের কালরাত্রিতে নিহত হন বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তার কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন এবং বর্তমানেও তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। '৭৫ থেকে '৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর বিভিন্ন নামে স্বাধীনতা বিরোধীই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা গাড়ীতে নিয়ে চলছে মন্ত্রীত্বের স্বাদ। এই কি আমার মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, এই কি স্বাধীনতার স্বপ্ন? এই কি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা?

কিন্তু প্রশ্ন একটাই? বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা কি আমরা গড়তে পেরেছি? আমরা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর *বাকী অংশ ৫ম পাতায়*

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও 'জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮' উদযাপিত

বর্ণিল আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৮-তম জন্মবার্ষিকি ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ যথাযথ মর্যাদায় ওজোপাডিকোর সকল দপ্তরে পালিত হয়। এই উপলক্ষে ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ১৭ই মার্চ-২০১৮খ্রিঃ তারিখে খুলনা নগরীর শিববাড়ী মোড় হতে যাত্রা করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিনান্তে

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৮-তম জন্মবার্ষিকি ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দিচ্ছেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

শহীদ হাদিস পার্কে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। উক্ত র‍্যালিতে নেতৃর্ত দেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। এতে ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের ও খুলনা শহরের সকল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালী পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক আলোচনা সভা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ হাসান আলী তালুকদার- এর সভাপতিত্বে ওজোপাডিকোর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

যথাযথ মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১শে ফেব্রুয়ারী-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে নানান আয়োজনে ওজোপাডিকো কর্তৃক দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে খুলনা ওজোপাডিকোর বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, শেখপাড়া এর অফিস চত্বর

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

হতে সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি যাত্রা শুরু করে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদনে শহীদ হাদিস পার্ক শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করে। এছাড়াও ওজোপাডিকোর আধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে এক প্রভাতফেরি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীসহ ওজোপাডিকো খুলনার সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কমচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ, এফসিএমএ এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সালাম, রফিক, শফিউর, জব্বারসহ নাম না জানা সকল ভাষা শহীদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং উপস্থিত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে বাংলা ভাষার মর্যাদার ইতিহাস তুলে ধরাসহ ও নানান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শহীদদের স্মরণে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের অংশ হিসাবে ওজোপাডিকোর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাঃ

৪র্থ পাতার পর

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করতে পারছি? হালুয়া রুটির ভাগ আর নীল কাগজের মাঝেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বিলীন হয়ে যাচ্ছে না? শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই কি সোনার বাংলা গড়া সম্ভব? বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "চাট্টার দল সব খেয়ে ফেলে দিচ্ছে না"?

মুক্তিযুদ্ধের পুরা ৯(নয়) মাসই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী কারাগারে বন্দী ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পরই ২৫শে মার্চের কালো রাত্রেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু ফিরে আসেন তার প্রিয় সোনার বাংলায়। সামনে অনেক কাজ, অনেক চ্যালেঞ্জ। যে সোনার বাংলার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম-কারাভোগ আর নির্যাতন সহ্য করেছেন সেই স্বপ্ন এখন হাতের নাগালে তার বাস্তবায়ন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থাঃ

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রাম সফল হয়েছে, এখন সামনে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রাম। অর্থনীতি বিপর্যস্ত, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো ছিন্নভিন্ন। স্বাধীনতার মাত্র তিন মাসের মাথায় ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্য সমস্যার মোকাবেলা, মুক্তিযোদ্ধা পূনর্বাসন, মদ, জুয়া, হাউজি নিষিদ্ধকরণ, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৪৪ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, এসব শিক্ষকদের চাকুরী সরকারীকরণ, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে বই প্রদান, গরীব ছাত্রছাত্রীদের পোষাক প্রদান, কৃষকদের জন্য ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, শিল্প-কলকারখানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা, বন্যার্ত ও দুঃস্থ্য অভাবীদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করা, আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স, পুলিশ, বিডিআর(বর্তমানে বিজিবি) পূনর্গঠন, স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকদের বিচার, জাপান সরকারের কাছে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রস্তাব, বিশ্ব ইজতেমার জন্য টঙ্গীতে জায়গা বরাদ্দকরণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অসংখ্য কাজ করেন সেইসময়। মুসলিম বিশ্বসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি আদায়সহ বহু বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে, কমনওয়েলথ, ওআইসিতে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ করেন। মূলতঃ বহিঃবিশ্বে "শেখ মুজিবের বাংলাদেশ" হিসাবে চিনতো।

এরই মাঝে নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ১৯৭৪ সালের বন্যা, দূর্ভিক্ষ, আমেরিকা কর্তৃক খাদ্য ফিরিয়ে নেওয়াসহ রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যা-রাহাজানি-ডাকাতি ইত্যাদি বেড়ে যায়। নতুন রাজনৈতিক দলের "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের" ধূয়াসহ নানা কৃত্রিম সৃষ্ট সংকট বঙ্গবন্ধুর সরকারকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন দেশকে দ্রুত সংকটমুক্ত করে সত্যিকার সোনার বাংলায় পরিণত করতে হলে এমন এক কার্যকর ব্যবস্থা চাই যা ঘুনেধরা সমাজের খোলনালচে পাল্টে দিতে পারে। কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ দুঃখী মেহনতী মানুষের ভাগ্যেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এজন্য চাই দেশপ্রেমিক দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। কলকারখানা ও ক্ষেতে-খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে অত্যন্ত সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল বঙ্গবন্ধুর। দেশকে খাদ্য ও শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ন করতে না পারলে জাতির পরনির্ভরতা দূর হবে না। হবে না সোনার বাংলা নির্মাণ।

শতশত বছরের নানা অবিচার/জুলুমের স্বীকার বাংলার জনগণ। বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু তার আজীবন লালিত স্বপ্ন শোষিতের গণতন্ত্র তথা "সোনার বাংলা" প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যায়ে পৌছে যান। কিন্তু সর্বগ্রাসী দূর্নীতি একটি দেশের উন্নয়নের প্রধান বাঁধা। সুতরাং কাঙ্খিত "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে কঠোর হস্তে দূর্নীতির শিকড় উৎঘাটনের কোন বিকল্প নেই বলে এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধু গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলেন এবং "দূর্নীতিবাজ খতম কর" বলে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন।

কিন্তু আজও সেই দূর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে আছে, অন্যায় প্রশাসনে লুকিয়ে আছে। তবে যে দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" গড়ার, যে দেশের মা-বোনেরা সম্ভ্রম হারিয়েছে বঙ্গবন্ধুর "সোনার বাংলা" গড়ার প্রত্যয়ে- সে দেশ একদিন "সোনার বাংলা" হবে, রক্ত আর সম্ভ্রম বৃথা যাবে না এ প্রত্যাশা বাংলার মানুষের কাছে।

উপসংহারঃ রাজনীতি, প্রশাসন সবকিছুই আজ কর্পোরেটাইজেশন। আমলাতন্ত্রেও থাবায় আজ রাজনীতি, প্রশাসন আবদ্ধ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সবক্ষেত্রেই বাণিজ্যিকীকরন। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব তো মৌলিক অধিকার পূরণ আর সেবা প্রদান। কেন এত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়? কেন এত বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান? এজন্যই কি মুক্তিযুদ্ধ, এজন্যই কি স্বাধীনতা সংগ্রাম, এজন্যই কি বঙ্গবন্ধুর আপোষহীনতা? জানি এর জবাব নাই। ১৬ কোটি জনগণের চাহিদা পূরণ কি একজন সরকার প্রধানের পক্ষে সম্ভব?

* ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পিএন্ডডি, সদর দপ্তর, ওজোপাডিকোলি, খুলনা।

যথাযথ মর্যাদায়

১ম পাতার পর

ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের ও খুলনা শহরের সকল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বতঃস্পূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিনসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ইউনেস্কো

**প্রকৌশলী আল মামুন চৌধূরী*

১৯৭১ সালের পুরোটা বছরই বাঙ্গালী জাতির জন্য আনন্দ, বেদনা, গৌরব, বিজয় ও ঐতিহ্যের এবং তন্মধ্যে মার্চ মাস আলাদাভাবে গুরুত্ব বহন করে।

১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিতের ঘোষনা দিলে সারা বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরী বৈঠকে ৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হয়।

৩রা মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হবার পর বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি দাবি জানান।

৪ মার্চ ছিল অসহযোগ আন্দোলনের চতুর্থ দিন। ঐ দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ধানমন্ডির ৩২নং রোডস্থ বাসভবনে আওয়ামী লীগের এক মূলতবী সভায় তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ঘোষনা করেছিলেন।

৫ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন জনতার রুদ্রমুর্তি দেখে পাকিস্তানী সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যায়।

৬ মার্চ সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় পেশাদার শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষক,ছাত্র, গণশিল্পী গোষ্ঠীসহ সকল স্তরের মানুষ সভা ও মিছিল বের করে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট ভেঙ্গে ৩৪১ জন কারাবন্দী বের হয়ে যায়। এ সময় গুলিতে ৭ জন কারাবন্দী নিহত হয় এবং ৩০ জন কারাবন্দী আহত হয়।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রবিবার ছিল অসহযোগ আন্দোলনের সপ্তম দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের অগ্নিঝরা দিন ৭ মার্চ। সুদীর্ঘ কালের আপোষহীন আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ লক্ষ মানুষের এক উত্তাল জনসমুদ্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই চারিদিক থেকে মানুষের ঢল নামে রেসকোর্স ময়দানে।

"পদ্মা মেঘনা যমুনা- তোমার আমার ঠিকানা",

"তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ" শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ময়দান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের নির্ধারিত সময় ছিল বেলা ২টা। কিন্তু বেলা ১১ টা বাজতেই জনসমুদ্রে পরিনত হয় সেদিনের রেসকোর্স ময়দান। ধানের দেশ, গানের দেশ, পানির দেশ, এই পূর্ব বাংলার ছাত্র, শ্রমিক-কৃষক, মাঝি-মাল্লা, কামার-কুমার, কেরানি-পিয়ন, সকল স্তরের সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, মধ্যবিত্ত- নিম্ন মধ্যবিত্ত, নারী-পুরুষের সেই সমাবেশে ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, সুজলা-সুফলা,পূর্ব বাংলা যেন কালবৈশাখীর রুদ্ররূপে ফেটে পড়েছিল রেসকোর্স ময়দানে। কণ্ঠে তাহাদের মুক্তির গান, বক্ষে তাহাদের স্বাধিকারের অগ্নি শপথ। রেসকোর্সে বিক্ষুব্ধরূপে যেন গোটা পূর্ব বাংলা উপস্থিত। বেলা ঠিক সোয়া ৩ টায় পায়জামা-পাঞ্জাবী ও মুজিবকোট পরিহিত বঙ্গবন্ধু যখন মঞ্চে ওঠেন তখন বাংলার বীর জনতা করতালি এবং শ্লোগানের মধ্যে তাকে স্বাগত জানান। জনসভাটি কোন প্রথাগত জনসভা ছিলনা, কারন একমাত্র বক্তা বঙ্গবন্ধু। তিনি বললেল-

"প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো,
তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে,
রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব,
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০ টি শব্দ উচ্চারন করে বঙ্গবন্ধু ১৯

মিনিটে এই কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন।

পাকিস্তান আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্লিম ডিভিশন বিভাগের ৮ জন কর্মকর্তা সেদিন সকল বাঁধা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ কভার করেন এবং ৭ মার্চের ভাষণের ধারনকৃত ফ্লিমের সংরক্ষণ নিয়ে শংকিত হয়ে পড়েন। যুদ্ধের সময় ঐ ভাষণটি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ধানের গোলায়। জীবনের ঝুকি নিয়ে ফিল্ম ডিভিশনের কর্মীরা ভাষণটি লুকিয়ে রাখেন। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বৈরী পরিবেশে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রে এ ভাষণ দীর্ঘ ২১ বছর নিষিদ্ধ ছিল।

বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন লিখনি বা নোট ছাড়াই এমন পরিচ্ছন্ন এবং নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী "নিউজ উইক" বঙ্গবন্ধুকে "রাজনীতির কবি" বলে আখ্যায়িত করেছিল। ৭ মার্চ একাত্তরের এই ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণই নয়, পৃথিবীর একটি অনন্যতম ভাষণ। কারন এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষনা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। অনুপ্রেরণাদায়ী এ ভাষণ বিশ্বের ১২টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দালিলিক ঐতিহ্য সংরক্ষন ও ব্যবহারে সচেতনতার তাগিদে "মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল" প্রোগ্রাম চালু করে ইউনেস্কো। গত বছরের (২০১৭ সাল) ৩০ অক্টোবর জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য "মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল" হিসাবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি ইউনেস্কোর "মেমোরি অব দা ওয়ার্ল্ড" (MOW) কর্মসূচির অধীনে আন্তর্জাতিক তালিকায় মোট ৭৮ টি দলিলকে মনোনয়ন দিয়েছে।

বাকী অংশ ৯ম পাতায়

"ছাব্বিশে মার্চ"

শেখ হাবিবুর রহমান
জুনিঃ সহঃ ব্যবস্থাপক,
আহিদ, ওজোপাডিকো, যশোর।

ফাল্গুণ মাস-ছাব্বিশে মার্চ, এসেছে যখন,
আমরা স্বাধীন-কাহারো অধীন, নেইতো এখন।
কার অবদান-কে সে মহান, দিলো তাজা রক্ত,
স্বাধীনতার লাগী-হয়ে অনুরাগী, সেই হলো ভক্ত।

স্মৃতির ফলকে-দুঃখের পলকে, যত নীরবতা,
আমাদের মান-কত সম্মান, এই স্বাধীনতা।
ছাব্বিশে মার্চ-স্মরণীয় মাস, করুন ইতিহাস,
স্বাধীনতা মানে-কি যে সাধ আনে, সুখের আভাস।

বাঙ্গালীর ভাষা-যত সব আশা, নিয়ে সফলতা,
করেছি যে যুদ্ধ-ভেঙ্গে অবরুদ্ধ, তাই স্বাধীনতা।
মুক্তি যে সেনা-তার আছে জানা, যুদ্ধটা কষ্ট,
স্বাধীনতা আলো-করে ঝলোমলো, দেখি তাই স্পষ্ট।

একাত্তর সনে-আছে ঠিক মনে, মার্চের শেষে,
আমাদের অধীন-বাংলা স্বাধীন, হলো অবশেষে।
স্বাধীনতা এলে-ইতিহাস মেলে, দেখি সারাক্ষন,
হৃদয় জুড়াই-নিশান উড়াই, ভরে রাখি মন।

৪৮তম-স্বাধীনতার মম, চির বিশ্বাস,
২৬শে মার্চে-স্বাধীনের পরশে, করি উল্লাস।
হে মুক্তি সেনা-তুমি মরবে না, রবে স্বাধীনতায়,
মরে ও অমরে-সুখের কবরে, থেকো সফলতায়।
২৬শে মার্চ-তোমারি তো কাজ, ফিরে ফিরে আসা,
তুমি স্বাধীনতা-সব সফলতা, তুমি ভালবাসা।

"সমৃদ্ধ স্বাধীনতা"

***মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান**
**গাড়ীচালক*
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, কুষ্টিয়া

নিরন্তর পথ চলা হয় না তো শেষ,
কিভাবে গড়বো মোরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ?
সালাম, রফিক জব্বারেরা রেখেছে ভাষার মান,
দমিয়ে রাখা যায় না মোদের
রেখেছি তাহার শত প্রমাণ।
ভেবেছিল করবে মোদের মেধাহীন জাতি,
মোরাই আজ পরিচিত সমৃদ্ধির পথিকৃত জাতি।
লক্ষ মায়ের সম্ভ্রম আর ভায়ের রক্তে গড়া স্বাধীনতা,
জীবন দিয়ে রাখবো এই স্বাধীনতা।
করেছি মোরা এই পন,
স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণে চলবো উর্ধ্ব গগন।

"স্বাধীনতা"

***মোঃ আবিদ রহমান**
পিতাঃ শেখ হাবিবুর রহমান,জুনিঃ সহঃ ব্যবস্থাপক,
আহিদ, ওজোপাডিকোলি, যশোর।

মার্চ মাসের এই ছাব্বিশ তারিখ আসলো আবার ঘুরে,
স্বাধীনতা পেয়েছি যে, তাইতো হৃদয় জুড়ে।

দিনটি মোদের আশার প্রদীপ, সোনার বাংলাদেশে,
স্বাধীনতা রাখবো ধরে, আমরা আপন বেশে।

বসন্ত কালে আনলো বয়ে স্বাধীনতার মান,
শিমূল শাখে কোকিল পাখি তাইতো গাহে গান।

স্বাধীন বুঝি হলেম মোরা অনেক সাধনায়,
গর্বিত আজ বাংলা মোদের, নয়তো পরাজয়।

সকল কাজে শপথ নিলাম স্বাধীনতার মাঝে,
স্বাধীনতা সফল হোক এদেশ গড়ার কাজে।

যে সব ভাই প্রাণ দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য,
তাদের যেন বিশ্ব মালিক নিজেই করে ধন্য।

সালাম করি আজকে তোমায়, ভুলে সকল ব্যথা,
আবার পেলাম আবার ফিরে, প্রাণের স্বাধীনতা।

"স্মরণ"

মোঃ হাবিবুল্লাহ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিবিবি-২, ফরিদপুর

আমরা রেখেছি স্মরণ
একাত্তরের ভয়াল রাতের
শত শত মরণ
চেয়ে দেখ আজ শক্ত হাতে
লড়তে শিখেছি আমরণ ।

ভূলিনি মোরা সেদিনগুলো
হায়েনার দল সব কেড়ে নিয়েছিলো
সেদিনের হাহাকার হৃদয়ে বাজে
মায়ের চোখের লোনাজলে ।

চেয়ে দেখ আজ শক্ত হাতে
লড়তে শিখেছি আমরণ ।

আমরা রেখেছি স্মরণ
একাত্তরের ভয়াল রাতের
শত শত মরণ ।

"স্বাধীনতা আসবে বলে"

মুনতাহা মারজান নাইফা
পিতাঃ মোঃ মুজিবর রহমান
কম্পিউটার অপারেটর-সি
সদর দপ্তর, ওজোপাডিকোলিঃ, খুলনা ।

একটি পলাশ আর শিমূল ফুটবে বলে
আর কত অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে !
পলাশ এর শিমূল বিদ্রোহ ছড়াবে কিনা জানিনা !
কিন্তু আজ আমি----
তীব্র আশায় প্রহর গুনছি আরেক বসন্তের !
এই মেঘাচ্ছন্ন এর আধারের দীর্ঘশ্বাস আমার ভালো লাগে না!
চাই বিষন্নতা ভাঙ্গিয়ে
ডেকে যাক উদ্ভ্রান্ত এক ঝাঁক পাখি !
চিৎকার করে বলুক
স্বাধীনতা তুমি আমার
পাথুরে অরণ্যে ছেয়ে যাক কাঞ্চন আর কনক লতা!
শত বাঁধাকে বৃদ্ধাঙুল দেখিয়ে হিমালয় জয় করুক
এক পায়ের কোন শেরপা !
চাষীর নিষ্প্রভ চোখে আলো জ্বালুক একদল জোনাকি !
বড্ড আশায় বসে আছি
ধূধূ রুক্ষ প্রান্তর রাঙিয়ে
স্বাধীনতা আসবে বলে !

চিত্র ঃ শহীদ স্মরণে

তাসফিয়া খান সারিবা
পিতাঃ মোঃ আব্দুর রউফ খান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পওস সার্কেল, ওজোপাডিকো, বরিশাল

"বাউল গান"

সবুজ সিকদার
এসবিএ, বিবিবি-২, কুষ্টিয়া,

তুমি বিনে দেখি দয়াল ঘোর অন্ধকার
আসিয়া এই ধারাধমে,
সবাই যেন হলো পর ।।

ধীরে ধীরে মেটো কায়ায় এলোরে জোয়ার,
মায়ায় পড়ে তোমায় ভুলে বাঁধিলাম এই ঘর ।
আমি পড়িয়া এই ক্ষণিকের খেলায়,
তোমায় ভুল বুঝি বারবার ।।

খেলার সাথী আমার যারা ছিলরে,
আমায় একা ফেলিয়া তারা চলে গেলরে ।
আমি বসে কাঁদি নয়ন জলে,
সামনে হেরি অথৈ পাথার ।।

সবুজ বলে না বুঝে বাঁধিলাম ঘর,
কালেরই ভয়াল টানে হয়রে ছারখার ।
দয়াল তুমি সদয় হয়ে,
আমায় যেন কর পার ।।
কে আমার মায়ের মত হয় ।
আমি কেঁদে ফিরি দিবারাতে,
আসলে কেউ আমার নয় ।।

ধরায় এসে দেখি তারে,
সে কত কষ্ট করে ।
আমি কেমনে তাঁর ঋণ শুধিব,
তা আমার সাধ্য নয় ।।

কে যায় তরী বেয়ে,
শমন বুঝি আসে ধেয়ে ।
মা জননীর সন্তানের ব্যথায়,
তাঁর ঘুম নাহি হয় ।।

দিনের দিন যায়রে চলে,
কাঁদি বসে নদীর কূলে ।
যদি হারানো মা আসত ফিরে,
সবুজ বলে তাই কি হয় ।।

মেধাবী মুখ

খন্দকার হুমায়রা ঐশ্বী খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫.০০ (সকল বিষয়ে এ+) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জাতীয় মেধার ভিত্তিতে সাধারণ বৃত্তি পেয়েছে। সে ওজোপাডিকো ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোছাঃ শাহীন আখতার পারভীন ও অধ্যাপক ড. খন্দকার হামিদুল ইসলাম এর কন্যা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

৬ষ্ঠ পাতার পর

এ তালিকায় ৪৮ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এ তালিকায় ঠাঁই পেতে হলে পর্যাপ্ত গ্রহনযোগ্যতা ও ঐতিহাসিক প্রভাব থাকতে হয়। আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণের পুরোটা এবং মার্টিন লুথার কিং এর I Have A Dream ভাষণের প্রথমটুকু ছিল লিখিত সেখানে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ পুরোটাই অলিখিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। বিশ্ব ঐতিহ্য দলিলে স্থান পাওয়া এই ভাষণের এটিও একটি অনন্য দিক। একটি ভাষনে একটি জাতি-রাষ্ট্র সৃষ্টি বিশ্বে নজিরবিহীন ।

বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ আজ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত। আজ বাঙ্গালী গর্বিত এবং দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে ইউনেস্কোর সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

যে ভাষণ শুনে গায়ের প্রত্যেকটি লোমকুপ খাড়া হয়ে যায়, যে ভাষণ শুনে বাঙ্গালীরা নতুন করে বাঁচতে শিখেছিল, যে ভাষণ শুনে বাঙ্গালীরা স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই ভাষণের মহানায়কের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

*উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প,
ওজোপাডিকো, খুলনা ।

মেধাবী মুখ

যারীফা তাবাসসুম যথাক্রমে সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণিতে এবং জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ হতে ৮ম শ্রেণিতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে HSBC প্রথম আলো ভাষা প্রতিযোগিতা-২০১৩ তে চ্যাম্পিয়ন অব দি চ্যাম্পিয়ন এবং ২০১৫ সালে একই প্রতিযোগিতায় ১ম রানার আপ হয় তাছাড়া খুলনা জোনে ম্যাথ অলিম্পিয়াড প্রতিযোগীতা-২০১৩ ও ২০১৪ সালে 'ক' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়। বর্তমানে সে জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজে অধ্যায়নরত আছে। সে ওজোপাডিকোর কোম্পানি সচিব জনাব আব্দুল মোতালেব, এফসিএমএ ও শরমিন আক্তার জাহান এর একমাত্র কন্যা।

চিত্র ঃ "বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশ"

*আবৃত্তি রহমান রোজা

* পিতাঃ মোঃ আরিফুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, ওজোপাডিকো, কুষ্টিয়া।

I^2R লস

** মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম*

বিদ্যুৎ উৎপাদন সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনায় কারিগরী লস কমানোর জন্য I^2R লস কে সিস্টেম লস্ বা কারিগরী লস হিসাবে বিবেচনায় রাখা হয়। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান বা লাইসেন্সী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্টিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ওজোপাডিকো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্টিবিউশন কোম্পানী (DPDC), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (DESCO)। কাজেই বিদ্যুৎ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানে একটা বিশাল কর্মযোগ্য স্থান ও বটে। যে সকল ক্ষেত্রে কারিগরী লস কমানো যায় তা আমরা একটু বিশদভাবে আলোচনায় আনতে পারি কিন্তু সকল কারিগরী লসের কারিগরী সূত্র একটাই সেটাই হলো I^2R। I=কারেন্ট, R= রেজিস্ট্যান্স। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ৩টি লেভেলে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়ে থাকে যেমনঃ ৩৩কেভি লাইন, ১১কেভি লাইন, ০.৪/০.২৩কেভি লাইন। ধরা যাক, একটি বিতরণ ট্রান্সফরমার থেকে প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। ধরি গ্রাহক সমভাবে ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ব্যবহার করছে কাজেই ৩০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিয়ে ৩জন বিদ্যুৎ গ্রাহকের মোট কারেন্ট হবে (১০+১০+১০)=৩০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট। কিন্তু I^2R লস কে প্রভাবিত করবে $(১০^2+১০^2+১০^2)$=৩০০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট (থাম্বরুল R= ১ ওহম ধরে)। এখন ৩০অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি সমবন্টন না করে অসমবন্টনে গ্রাহক প্রান্তে বিতরণ করা হয় যেমন $(৫^2+২০^2+৫^2)$ = ৪৫০Watt. অর্থাৎ কারিগরী লস অসম বন্টনের জন্য(৪৫০/৩০০) = ১.৫ গুন বেশি হবে। এইবার আমি ওভারলোড সমস্যার I^2R এর গুরুত্ব যেমন ধরি একটি ১১কেভি ফিডার ওভার লোডে চলছে। এই ১১ কেভি ফিডারের আওতায় গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ এর মতো ২০০অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। ওভারলোডেড ১১ কেভি যদি বিভাজন করি তাহলে কি দাঁড়ায় (১০০অ্যাম্পিয়ার+১০০অ্যাম্পিয়ার)=২০০অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং গ্রাহক ৫০০০জন করে ২টিতে ১০,০০০জন হবে। ওভারলোড থাকা অবস্থায় সিস্টেম লস্ I^2R লস বা কারিগরী লস হবে(২০০) ^2R = ৪০০০০R অর্থ্যাৎ কারিগরী লস ফিডার বিভাজনে ২ ভাগে ভাগ করলে I^2R লস বা কারিগরি লস $(১০০^2R + ১০০^2R)$= ২০০০০ R। অতঃএব কমবে=(৪০০০০ R/২০০০০R)=২গুন। ফলে একদিকে যেমন মেইন লাইন (১১কেভি) বন্ধ হলে ১০,০০০ গ্রাহকের স্থলে মাত্র অর্ধেক গ্রাহক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার হবে । অন্যদিকে কারিগরি লস বা I^2R লস ও কম হবে। কারিগরিভাবে সব সময় খেয়াল রাখা উচিত যে বিতরণ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান লাইনে ১১ কেভি লাইনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আনুপাতিক হারে ০.৪কেভি/০.২৩কেভি লাইনের কমিয়ে আনতে হবে। ট্রান্সফরমার মাধ্যমে ১১কেভি হতে ০.৪ কেভি ভোল্টেজ করা হয় অর্থাৎ ভোল্টেজ ২৭.৫গুন কম হয়, যেহেতু পাওয়ার। একই থাকে কাজেই ২৭.৫ গুন বৃদ্ধি পায় যার ফলে বিতরণ ট্রান্সফরমার। এলটি সাইডে লসের $(২৭.৫)^2$ বা প্রায় ৭৫০গুন I^2R লস বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক। এ ভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি জায়গায় যেমন জ্বরাজীর্ন তার পরিবর্তন করে ভালো মানের তার লাগানো, এইচটি(১১কেভি) লাইন বৃদ্ধি করে এলটি (০.৪ কেভি)। এর পরিমান কমিয়ে আনা সহ সিস্টেম লস কমানোর জন্য I^2R সূত্র প্রয়োগ করতে পারি।

* উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিবিবি-১,ওজোপাডিকোলি, কুষ্টিয়া।

অধরা স্বাধীনতা

উম্মে কুলসুম কুসুম

বাংলার ইতিহাসে সবচেয়ে সময় হলো ২৫শে মার্চ এই দিন রাতে পাকিস্তানী বাহিনী ঝাপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালীর উপর হত্যা করে তাদের। তবে বাঙালী ও কিন্তু থেমে থাকেনি, তারাও প্রতিবাদ করে, অবশেষে ২৬ শে মার্চ তারা স্বাধীনতা লাভ করে, পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় আরো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ।

এইটুকু পড়ে থেমে গেল আবির। হ্যা, কাল-ই তো ২৬ শে মার্চ। স্বাধীনতা দিবস। আর তার সাথে আবিরের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা কাল তার একটা চাকরির ইন্টারভিউ রয়েছে।

বাবা হারা সন্তান আবির। বিবিএ সম্পন্ন করে বেকার বসে আছে। চাকরির সুযোগ যে আসে নি সেটা নয়। একটার পর একটা ইন্টারভিউ দিয়েছে আবির। সবগুলোতেই টিকেছে সে কিন্তু টাকর কাছে হেরে গেছে। চাকরিদাতার চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিতে না পারায় এতগুলো ইন্টারভিউতে টিকে ও সে চাকরি করতে পারে নি।

আবির খুব করে চাইছে যে, এবারের চাকরিটা যেন সে পায়। মায়ের চিকিৎসা, ছোট বোনে বিয়ে অনেক চিন্তা তার মনে। এত কিছু ভাবতে ভাবতে রাত কাটিয়ে দিল আবির।

পরদিন সকালেই উঠলো আবির। ৩টায় ইন্টারভিউ শুরু হবে। আবির একটু বাইরে হাটতে বেরুলো, সকাল থেকেই সব রাস্তাঘাট এ যানবাহন চলাচল বন্ধ, আজ রাস্তায় অনেক লোকের ভীড়। চারিপাশে উড়ছে লাল সবুজ এর পতাকা। পুরো রাস্তা ভরে আছে স্বাধীনতা দিবসের মিছিলে। চারিদিকে মিছিল, মিটিং, উল্লাস, আনন্দের ধ্বনি শুধু আবিরের মনেই নেই স্বাধীনতার সুখ।

অবশেষে আসলো সেই বহু প্রতিক্ষিত প্রহর। ইন্টারভিউ রুম এ বসে আছে আবির। ছোখে একরাশ স্বপ্ন আর কিছুটা হাঁসির ঝলক। কেননা বরাবরের মতো এবার ও সে ইন্টারভিউ এ টিকে গেছে সে।

কিন্তু মুহুর্তের মধ্যে তার সমস্ত হাঁসি মলিন হয়ে গেলো। এখানে ও চাকরির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা যেটা দেওয়ার ক্ষমতা আবিরের নেই। এতএব এবার ও সে চাকরিটা পেল না। এমনকি তারই চোখের সামনে দিয়ে কোনো এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ছেলে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে চাকরিটা নিয়ে নিল। যে কিনা কখনো ইন্টারভিউ তে-ই বসে নি।

হতাশা হয়ে রাস্তায় নেমে আসলো আবির। সে ভাবছে, আজ পাকিস্তানীদের থেকে স্বাধীন হলেও বিবেকের স্বাধীনতা জাগ্রত হয় নি। আমাদের আমরা আজও পরাধীন রয়ে গেছি ঘুস আর দুর্নীতির কালো ছায়ার কাছে আমরা নাম মাত্রই স্বাধীন জাতি। আমাদের স্বাধীনতা আজো অধরা রয়ে গেছে। অতঃপর অধরা স্বাধীনতার কাছে আরো একটি স্বপ্নের মৃত্যু ।

পিতাঃ মোঃ আব্দুর রব
লাইনম্যান -এ
শৈলকুপা বিদ্যুৎ সরবরাহ।

"মার্চের ভাষণ"

শেখ হাবিবুর রহমান
জুনিঃ সহঃ ব্যবস্থাপক,
আহিদ, ওজোপাডিকোলি, যশোর।

মার্চের ভাষণ-নিয়েছে আসন, শ্রেষ্ঠ কবিতা,
শেখ মুজিবরের-সেই ভাষণের, আছে দীপ্ততা।
আমরা তো জানি-সব কিছু মানি, সেই বড় বক্তা,
পায়ের তলা থেকে-সরে গেল বেকে, ইয়াহিয়ার তকতা।

কোটি কোটি লোক-দীপ্ত সে চোখ, মুজিবুর রহমান,
শ্রেষ্ঠ সে কবি-তুমি রাঙ্গা রবি, বাঙ্গালীর প্রাণ।
ইউনেস্কোর রায়-স্বীকৃতি দেয়, সেই ভাষণটা,
ভাষণটা যে-বিশ্বের মাঝে, শ্রেষ্ঠ আসনটা।

৭ই সে মার্চ-হলো ইতিহাস, সেই মধু চাঁদ,
ইউনেস্কো তোমায়-এ দেশ জানায়, অনেক ধন্যবাদ।
জাতির জনক-মোদের ধারক, কবিতার ভাষা,
বজ্র সে ধ্বনি-কবিতার খনি, আমাদের আশা।

মঞ্চে যে কবি-অপূর্ব ছবি, একেবারে খাঁটি,
৭১এর জনতা-নেই কোন ভীরুতা, হাতে নিয়ে লাঠি।
পড়বে কি দেখে? শুধু মনে রেখে, যাদু সে আয়না,
শূন্য সে হাত-সে কবিদের জাত, ভাবা তো যায় না।

ধীরে ধীরে তার-কবিতার ভার, নিক্ষেপ করে,
জনতা অবাক-হয়ে নির্বাক-হৃদয়টা ভরে।
তোমাদের কাছে-যা কিছু আছে, ঝাপিয়ে পড়ো,
দুঃশাসন থেকে-এ দেশটাকে, স্বাধীন করো।

কবিতার ছন্দ-করে দিল বন্ধ, অফিস আদালত,
সেই-ই কবিতা- হবে স্বাধীনতা, এই অভিমত।
কবিতায় মগ্ন-কেটে গেল লগ্ন, ফিরে এলো শক্তি,
ভাষণের মূল্য-কবিতার তুল্য, আসে তার প্রতি ভক্তি।

তার অবয়ব-কবিদের ভাব, বজ্র সে ধ্বনি,
ভাষণটা কবিতা-আমরা তো জনতা, সারাক্ষন শুনি।
ইউনেস্কো তাই-স্বীকৃতিটাই দিলো অকোপটে,
মুজিবের ভাষণ-কবিতার আসন, বিশ্বেতে রটে।

এ দেশেরই সাজে-বিশ্বের মাঝে, হতে আলোকিত,
শুনে সারাক্ষন-আমাদেরই মন, হয় পুলকিত।
স্বর্নালী সেই স্মৃতি-কবিতার স্বীকৃতি, বিশ্বের আসনে,
মুজিবুর রহমান-দিলে এত সম্মান, মার্চের ভাষণে।

সব শেষে তাই-আরজ জানাই, বিশ্ব মালিক ঠাই,
মাজারেতে তার-দাও উপহার, শীতল পরশটাই।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনে ওজোপডিকোর আনন্দ র‍্যালী

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের উদ্যেগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ২২শে মার্চ-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে খুলনা নগরীর শিববাড়ী মোড় হতে যাত্রা শুরু করে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে শহীদ হাদিস পার্কে গিয়ে শেষ হয়। উক্ত র‍্যালিতে নেতৃর্ত দেন ওজোপাডিকোর সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। এতে ওজোপাডিকোর সদর দপ্তরের ও খুলনা শহরের সকল বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারি স্বতঃস্পূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালীপূর্ব বক্তব্যে ওজোপাডিকোর সন্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন বলেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সাল থেকে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে দেশ আবার পেছনে হাটতে শুরু করে। কিন্তু ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আসার পর তিনি পুনরায় বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এ কারণে ইউনেস্কো, জাতিসংঘসহ পৃথিবির বিভিন্ন সংস্থা তাঁকে বিভিন্ন স্বীকৃতিতে ভূষিত করেন। তিনি দেশের মানুষের কল্যাণ নিয়ে ভাবেন, দেশের মানুষকে জানেন এবং বুঝার চেষ্টা করেন। তাঁর এই দেশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমই দেশকে উন্নতির দিকে ধাবিত করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশকে তলাবিহিন ঝুড়ি বলা হত। কিন্তু যারা এই কথা বলেছেন তারাই এখন বঙ্গবন্ধুর কন্যার হাতে পুরষ্কার তুলে দেন।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় ওজোপাডিকোর সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীর আনন্দ র‍্যালীর একাংশ।

স্বাধীনতার স্বপ্ন

**মোঃ আরিফুর রহমান*

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, শরীরে রুস্তমের নিন্দ্রা পাওয়াটাই স্বাভাবিক। সারাদিন মাঠে কাজ করেছে। পরিশ্রমটা একটু বেশী হওয়ায় রাতের চাঁদ ৮ টা পর্যন্ত দেখার সুযোগ হলো, এরপরই ঘুম।

নদীর পাশে সরু রাস্তা বেয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। সূর্যে আলো তখনও তীব্রতর হয়নি। গাছের পাতা গুলো বাতাসে মৃদুমন্দ দুলছে। বাঁশঝাড়ের ক্যাঁচক্যাচানী শব্দ ও শোনা যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় ভিনদেশি তিন জন ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করছে।

ভাই আপনার নাম কী ? রুস্তমের মুখে কোন কথা বের হলো না।

ওনারা আরও জিজ্ঞাসা করলো -ভাই আপনি কি এ গ্রামেরই মানুষ ? আপনি কথা বলছেন না কেন ?

রুস্তম অনেক চেষ্টা করছে জবাব দেওয়ার কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছে না শুধু জড়িয়ে যাচ্ছে। ভিনদেশিদের ভিতর থেকে একজন বলল,মনে হয় লোকটি বোবা। রুস্তম শুনতে পেয়ে ভীষণ রেগে যাচ্ছে কিন্তু মুখ থেকেতো কথাই বের হচ্ছে না। গ্রামে সবাই রুস্তমকে ভদ্রলোক জানে, সাংস্কৃতিমনা লোক হিসাবে সম্মান ও করে। আর সেই রুস্তমকে বলছে, বোবা। রাগতো একটু হবেই। ভিনদেশিদের মধ্যে অন্য আরেকজন বলল, আমার মনে হয় লোকটি কানে শোনে না। মানে বধির আর কী!

এবার রুস্তম আরও রাগান্বিত হলো, ক্ষিপ্ত হয়ে খুব জোরে আওয়াজ করে ভিনদেশিদের সীমা লঙ্ঘন করে কথা বলার প্রতিবাদ জানাতে চাইছে। কিন্তু কোন লাভ নেই। মুখ থেকে কোন শব্দই বের হচ্ছে না। তবে মুখের ভাষায় বুঝা যাচ্ছে যে, তার ভিতরে জ্বলছে।

ভিনদেশিদের মধ্যে ৩য় জন বলল, বুঝেছি। লোকটা ভিনদেশিদের সাথে কথা বলতে মনে হয় ভয় পায়।

এইবারও রুস্তম প্রতিবাদী হয়ে উঠলো। তার মুখ থেকে কথা বের না হওয়ায় সে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ; ঘেমে যাচ্ছে, সীমা লঙ্ঘন করে কথা বলাতে তাদের গ্রামের সীমানা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য ভিনদেশিদের ধাক্কা দিচ্ছে। একেবারে পাগলের মতো আচরণ করছে। একজন নেহায়েত ভদ্রজনের সাথে অভদ্র আচরণ করা যে ভয়ঙ্কর বিষয় সেটা সে তাদেরকে বুঝায়ে দিতে চাচ্ছে । কিন্তু মুখ থেকেতো আওয়াজই বের হচ্ছে না। তার প্রতিবাদের প্রচন্ড আগ্রহ আর উত্তেজনা দেখে হয়তো প্রচন্ড গরমে এক পশলা বৃষ্টি নেমে এলো খোলা জানালার পাশে থাকায় বৃষ্টির ফোটা তার ঘুম ভাঙিয়া দেয়। রুস্তম ঘুমের দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হলো । তার ঘর্মাক্ত শরীরের স্বস্তির নিঃশাস, অন্তরে স্বাধীনতার, মনের গভীরে মুক্তি।

মেডিক্যাল সাইন্স এর ভাষায় ঘুমন্ত অবস্থায় যদি কারও রক্ত চলাচল মন্থর হয়ে যায় বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম তখন তাকে স্পিস প্যারালাইসিস বলে যা আমরা "বোবা ধরা" বলে থাকি। প্রান খুলে নিজের ভাষায় কথা বলতে না পারার কষ্ট, স্বাধীনভাবে চলতে না পারা বা সারাক্ষন অন্যের পরাধীনতায় বন্দী থাকা অভিশাপের মতো যেখান থেকে মুক্তি পেয়ে আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

**তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)*
পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, ওজোপাডিকোলিঃ, কুষ্টিয়া।